সংবাদ

তারিখ ... 14 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিয়োগ ক্ষমতা যাচ্ছে আমলাদের নিয়ন্ত্রণে

রাকিব উদ্দিন

এবার আমলাদের নিয়ন্ত্রণে যাচ্ছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য গঠন করা হচ্ছে কমিশন। 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (এনটিআরসিএ) বিধিমালা সংশোধন করে এ সংক্রান্ত একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করছে। এতে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগের নামে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ রেখে খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইনটি পাস হলে এনটিআরসিএ'র বিলুপ্তি ঘটবে। 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা-২০০৬' সংশোধনের বিষয়ে আজ বেলা দেড়টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

খসড়া আইনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগে পরিচালনা কমিটির পরিবর্তে জেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে, যে কমিটির প্রধান হবেন ডিসি। কমিটিতে আরও থাকবেন ইউএনও, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা।

গত কয়েক বছর ধরেই 'জেলা প্রশাসক সম্মেলনে' ডিসিরা বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা দাবি করে আসছেন। তাদের অভিযোগ, এমপি, চেয়ারম্যান ও স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় এ কার্যক্রমে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা চাই শিক্ষক নিয়োগে পিএসসি'র আদলে কমিশন। কিন্তু ডিসি বা ইউএনও'দের অধীনে কমিটি গঠনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ চাই না। এটা করা হলে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম আরও বাড়বে।'

এতদিন এনটিআরসিএ'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাদের মধ্য থেকেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ হতো। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের কর্তৃত্ব ও একচ্ছত্র ক্ষমতা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটি বা গভর্নিং কমিটির। স্কুলের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) এবং কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি। শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় এনটিআরসিএ পরীক্ষার ভিত্তিতে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসএমসি ও গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) বা তার মনোনীত দলীয় নেতাকর্মী। এতে প্রায় সব নিয়োগের ক্ষেত্রেই দলীয় পছন্দ, স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ উঠে। এসব কারণে যোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না। শিক্ষার মানও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। খসড়া

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিয়োগ : ক্ষমতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আইনটি পাস হলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠন হবে।

আমলাদের দাবি

সর্বশেষ গত ২৮ জুলাই ডিসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করেন ডিসিরা। তারা শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধের দাবি জানিয়ে শিক্ষক নিয়োগে নিজেদের সম্পৃক্ততা দাবি করেন। ডিসিরা অভিযোগ করেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপের কারণে যোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না।

ওই সময় গোপালগঞ্জের ডিসি খলিলুর রহমান শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে বলেছিলেন, মেধাবী লোকরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পেলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না।

রাজশাহীর ডিসি মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেছিলেন, 'ডিসিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নিয়োগ হলে নিয়োগ বাণিজ্য ও অনিয়ম বন্ধ হবে।'

ডিসিদের দাবির প্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগে জেলা কমিটি অথবা কমিশন গঠনে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ডিসিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, 'স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কর্মকমিশনের (পিএসসি) আদলে একটি শিক্ষক কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষক নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।'

যেভাবে নিয়োগ হবে শিক্ষক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত শিক্ষক নির্বাচন কমিশন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরভিত্তিক শূন্য পদের চাহিদা ও সংখ্যা নিরূপণের কথা বলা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক তালিকা থেকে জেলা, উপজেলা ও জাতীয়ভিত্তিক মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে। তাদের আলাদাভাবে মৌখিক পরীক্ষাও নেয়া হবে। কোনো প্রার্থী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পৃথকভাবে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর না পেলে মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্য হবে না। এরপর মেধাক্রম ও চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ করবে কমিশন। পরিচালনা পরিষদ তখন শুধু নিয়োগপত্র দেবে। এসএমসি বা গভর্নিং কমিটির এক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপত্তি বা নিয়োগ বাতিলের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না। অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়াটি ডিসি ও ইউএনও'দের হাতে চলে যাবে।

এনটিআরসিএ'র অধীনে ২০০৫ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষক বাছাইয়ে নিবন্ধন পরীক্ষা চালু হয়। এ পর্যন্ত ১১ বার এনটিআরসিএ পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এ পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু অনেকেই নিয়োগ পাচ্ছেন না।

বর্তমানে ২৬ হাজার ৮১টি সাধারণ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, ৭৭৫টি কারিগরি কলেজ এবং কারিগরি স্কুলসহ প্রায় ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ছয় লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও প্রায় ১২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা সরকার থেকে এমপিও সুবিধা পাচ্ছে না, বা নিচ্ছে না।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন স্থানীয় এমপি ও পছন্দের লোকজন বা দলীয় নেতারা। বর্তমানে বিধি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ চারটি প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারেন। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিয়োগের ক্ষমতাও রয়েছে এমপির হাতে।